দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
ঢাকা, রবিবার ২৬ মে ২০১৩, ১২ জৈষ্ঠ্য ১৪২০, ১৫ রজব ১৪৩৪

বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে বৃটিশ আমলের সেতু

টাঙ্গন নদের এই সেতু ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এখন সেতুটির অবকাঠামো নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। রিকশা উঠলেও সেতুটি কেঁপে ওঠে।

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁওয়ে নির্মাণাধীন জেলা সার্ভার স্টেশনের মাটি ভরাট করার জন্য শহরের টাংগন নদীর উপর শত বছরের পুরাতন লোহার ব্রীজের নিচ থেকে ড্রেজিং মেশিন দিয়ে বালু তোলা হচ্ছে। এতে হুমকির মুখে পড়েছে সেতুটি। প্রকাশ,নীলফামারীর ঠিকাদার সোহেল পারভেজ এই কাজ পান। তিনি মূল ঠিকাদার হলেও স্থানীয় ঠিকাদার হিসেবে মো. আইনাল হক কাজটি করছেন। আইনাল হক স্টেশনটির অবকাঠামোর নিচে মাটি ভরাটের জন্য স্থানীয় কয়েকজন তরুণকে দায়িত্ব দেন। তারা ওই লোহার সেতুর নিচ থেকে গত কয়েকদিন থেকে বালু উত্তোলন শুরু করেছেন। বালু ভরাট কাজের দায়িত্বে থাকা জাকির হোসেন বলেন, প্রতি বর্গফুট বালু তোলার জন্য চার টাকা দেয়া হবে বলে ঠিকাদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে বালু তোলার কাজ শেষ হবে। খননযন্ত্র বসানোর আগে তিনি ঠিকাদারকে সেতু ও শহর রক্ষা বাঁধ এলাকা থেকে বালু উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বলে জানান। পরে ঠিকাদার পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) থেকে বালু উত্তোলনের জন্য অনুমতি নেন। ওই এলাকার বাসিন্দা মজিবর রহমান বলেন, টাঙ্গন নদের ওপর ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হয় লোহার এই সেতু। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনী এই সেতু উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এখন সেতুটির অবকাঠামো একবারেই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। রিকশা উঠলেই সেতুটি কেঁপে ওঠে। এর নিচ থেকে যেভাবে বালু তোলা হচ্ছে, তাতে

যেকোনো সময় সেতুটির ভেঙে যেতে পারে। আইনাল হক জানান, পাউবোর অনুমতি নিয়েই তিনি নদে ড্রেজিং মেশিন বসিয়েছেন। সেতুর ক্ষতি হলে মেশিন সরিয়ে নেয়া হবে।

ঠাকুরগাঁও পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. নৈমুল হক বলেন, ঠিকাদার মৌখিকভাবে অনুমতি নিয়েছেন। তবে তাঁরা সেতুর নিচ থেকে বালু তুলছেন কি না, তা তিনি জানেন না। তাদের বাঁধ ও সেতুসংলগ্ন এলাকায় বালু তুলতে নিষেধ করা হয়েছিল। সেখানে লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- See more at:
http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDVfMjZfMTNfMV8yNV8xXzQzNjA4#sthash.4vklHq2O.dpuf